যুগান্তর
প্রিন্ট: ০৯ জুলাই ২০২৬, ০৯:৩৭ এএম

জাতীয়

দেশের সংকটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সবসময় জাতিকে পথ দেখিয়েছে: কায়সার কামাল

ঢাবি প্রতিনিধি
প্রকাশ: ০৮ জুলাই ২০২৬, ০৬:৩০ পিএম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে ইতিহাস বিভাগ আয়োজিত নবীনবরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার ও ইতিহাস বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থী ব্যারিস্টার কায়সার কামাল।

পরবর্তী খেলাসমূহ

শুক্রবার ১০ জুলাই ২০২৬ [কোয়ার্টার ফাইনাল] রাত ২টা

ফ্রান্স – মরক্কো

জিলেট স্টেডিয়াম, ম্যাসাচুসেটস, যুক্তরাষ্ট্র

শনিবার ১১ জুলাই ২০২৬ [কোয়ার্টার ফাইনাল] রাত ১টা

স্পেন – বেলজি...

সোফি স্টেডিয়াম, লস অ্যাঞ্জেলেস, যুক্তরাষ্ট্র

দেশের প্রতিটি সংকট ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার ও ইতিহাস বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থী ব্যারিস্টার কায়সার কামাল।

তিনি বলেন, ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৯০-এর গণঅভ্যুত্থান এবং সর্বশেষ গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নেতৃত্ব দিয়েছে। যখনই দেশে সংকট নেমে এসেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আলোকবর্তিকার মতো জাতিকে পথ দেখিয়েছে।

বুধবার (৮ জুলাই) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রতে (টিএসসি) ইতিহাস বিভাগ আয়োজিত নবীনবরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, আজ এই মিলনায়তনে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে, আমি যেন আবার ১৯৮৯-৯০ শিক্ষাবর্ষে ফিরে গেছি। এই বিভাগ আমাকে শুধু ইতিহাসের জ্ঞান দেয়নি, মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠা, সমাজকে বোঝা এবং দেশ গড়ার সংকল্প নিয়ে কাজ করার শিক্ষা দিয়েছে।

নবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ইতিহাস কেবল অতীতের ঘটনা মুখস্থ করার বিষয় নয়। ইতিহাস একটি জাতির আয়না। যে জাতি নিজের ইতিহাস জানে না, সে ভবিষ্যতের পথও সঠিকভাবে খুঁজে পায় না। এখানে আপনারা যুক্তি, বিশ্লেষণ এবং নিরপেক্ষভাবে সত্যকে মূল্যায়নের শিক্ষা পাবেন, যা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কাজে লাগবে।

নিজের কর্মজীবনের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থী হিসেবে পরবর্তীতে তিনি লন্ডনে আইন বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন, ব্যারিস্টার হয়েছেন, সুপ্রিম কোর্টে আইনজীবী হিসেবে কাজ করেছেন এবং বর্তমানে জাতীয় সংসদে দায়িত্ব পালন করছেন। এই আত্মবিশ্বাস ও চিন্তার ভিত্তি তৈরি হয়েছে ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার মধ্য দিয়েই।

স্নাতক পর্যন্ত নারীশিক্ষা ফ্রি করতে চান প্রধানমন্ত্রী

বক্তব্যের একপর্যায়ে ছাত্রজীবনের একটি অভিজ্ঞতা তুলে ধরে নিয়মিত ক্লাস করার গুরুত্বের কথা বলেন তিনি। তিনি জানান, অনার্স শেষ বর্ষে প্রয়োজনীয় ক্লাস উপস্থিতি না থাকায় বিভাগের তৎকালীন চেয়ারম্যান অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন তাকে পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার অনুমতি দেননি। পরে বিভিন্ন পর্যায়ে চেষ্টা করেও তিনি নিয়মের ব্যত্যয় ঘটাতে পারেননি।

তিনি বলেন, স্যার আমাকে বলেছিলেন, আজ যদি তোমাকে অনুমতি দিই, তাহলে তুমি কোনো দিনই শৃঙ্খলার মূল্য বুঝবে না। এরপর আমি এক বছর নিয়মিত ক্লাস করেছি এবং পরের বছর পরীক্ষা দিয়েছি। সেদিনই আমি বুঝেছি, জীবনে বড় হতে হলে শৃঙ্খলার কোনো বিকল্প নেই।

নবীনদের উদ্দেশে তিনি আরও বলেন, ইতিহাস বিভাগ নিয়ে বিভিন্ন সময় নানা ধরনের মন্তব্য শোনা যায়। তবে সেসব কথায় কান না দিয়ে নিয়মিত ক্লাস, অধ্যবসায় এবং শিক্ষকদের কাছ থেকে শেখার মাধ্যমে নিজেদের যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে। তাহলেই দেশ-বিদেশে সাফল্যের মাধ্যমে ইতিহাস বিভাগের ঐতিহ্য আরও সমৃদ্ধ হবে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ড. আশফাক হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম এবং অধ্যাপক ড. মো. আবুল কালাম সরকার। এছাড়া বিভাগের শিক্ষক, অ্যালামনাই, বর্তমান ও নবীন শিক্ষার্থীরা অনুষ্ঠানে অংশ নেন।